Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.66-72
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ও জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অবদান

মনজিৎ মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The Indian Constitution has provided certain, social, economic and political rights to all citizens of India and the responsibility to protect these rights are given in the hands of the judiciary. Judicial process has become very expensive for poor sections of society and in India a large section of people belong to that group. The Govt. of India formulated the National Legal Service Authorities Law 1987 in order to provide justice to everyone. It provides free legal assistance to the poor and needy people. The National Legal Service Authority organizes Lok Adalats for amicable settlement of disputes. As a result, it reduces the burden of the court pertaining to the backlog and pendency of cases. It also spreads Legal literacy and awareness undertaking social justice litigation etc. In this way, NALSA helps in providing justice to all the sections of society.

Keywords: Constitution, Right, Judiciary, NALSA, Justice.

জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য বিনা খরচে সমাজের দুর্বলতর মানুষের কাছে আইনি সহায়তা প্রদান করা ও লোক আদালত গঠনের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিবাদের মীমাংসা করা। ভারতের কোনো নাগরিক যাতে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেটি সুনিশ্চিত করতে চায় এই আইন।

শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারতীয় সংবিধান বিচার বিভাগের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। শাসন বিভাগের অসাংবিধানিক আদেশ, নির্দেশ অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা ভারতীয় বিচার বিভাগ রাখে। আবার ভারতীয় পার্লামেন্ট ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন আইন প্রণয়ন করলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আছে। এক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হল সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা, অভিভাবক এবং সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের জন্য যে ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে সেগুলির রক্ষাকর্তা।

ভারতের বিচার বিভাগ যেহেতু রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপযুক্ত পরিবেশ সুরক্ষিত করে, তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন-সংবিধানের ১২৪ নং ধারা অনুযায়ী বিশেষ ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি ছাড়া বিচারপতিদের তাঁদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে পদচ্যুত করা যায় না। তবে তারা নিজেরা

পদত্যাগ করতে পারেন। বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। এছাড়াও পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। বিচার বিভাগকে এই স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নাগরিকদের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হল ভারতের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। হত দরিদ্র, দুর্বলতর নাগরিকরা তাই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। সতীশ তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশের বেশি দারিদ্র সীমারেখার নিচেই বসবাস করেন। গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। তাই নিখরচায় সকলের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে একদল বিচারপতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচারপতি পি. এন. ভগবতী, বিচারপতি এ. এস. আনন্দ, বিচারপতি এস. পি. ভারুচা প্রমুখদের হাত ধরে সার্বজনীন ন্যায়বিচারের ধারনা প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় "Justice" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় গণপরিষদ সকলের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার সংকল্প করেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান অনুমোদিত হয়। এই সময় সকলের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার ধারণা, সাংবিধানিক ও আইনি মর্যাদা প্রদান করা সংবিধান প্রণেতাগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বলা হয়, তাদের সাধ ছিল অনেক কিন্তু সাধ্য ছিল না। কারণ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে থাকার জন্য ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। তাই এটি একটি সদিচ্ছা হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ৩২ নং ধারায় নাগরিকদের জন্য যে ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে সেগুলির প্রকৃতি মূলত রাজনৈতিক। এই অধিকার থেকে নাগরিকরা বঞ্চিত হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনা ও চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন না।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতকে একটি শক্তিশালী জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। নাগরিকদের আত্মবিকাশের জন্য যে রাজনৈতিক অধিকারগুলি অপরিহার্য সেগুলিকে তাঁরা মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। সদিচ্ছা ও মানুষের প্রতি তাঁদের প্রবল ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করতে পারেননি। তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলিকে যদি মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার দুর্বল হয়ে পড়বে। ব্যাহত হবে ভারতের সার্বিক উন্নয়ন। তবে তাঁরা আশা করেছিলেন সংবিধানে উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক সংকল্পগুলি ধীরে ধীরে জনকল্যাণকর আইন প্রণয়ন ও জনকল্যাণকর প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রাষ্ট্রনায়কগণ। ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ১৪ই আগস্ট ২০২২ তারিখে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বপ্ন দেখতেন সেগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হবে।

ভারতীয় সংবিধানে ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেরই আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। সংবিধানের ২২ নং ধারায় বলা হয়েছে, বিনা বিচারে কোনো আটক ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন আটক রাখা যাবে না। আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীর সাহায্যে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবিধানের ১৪ ও ২২ নং ধারা দুটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। এই ধারা দুটি কার্যকর করতে রাষ্ট্র বাধ্য। কোনো অজুহাতেই রাষ্ট্র এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। এই ধারা দুটি কার্যকর করতে গেলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের কাছে নিখরচায় আইনি সহায়তা প্রদান করা ছাড়া রাষ্ট্রের কাছে আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

সার্বজনীন ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫২ সাল থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইন কমিশনের বিভিন্ন সম্মেলনে ভারত সরকারের আইন মন্ত্রক দরিদ্রদের কাছে আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ১৯৬০ সালের দিকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কিছু নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে ৩৯ (ক) ধারা যুক্ত করা হয়। বলা হয়, দরিদ্রদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কোনোভাবেই যেন কাউকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না করতে পারে। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিখরচায় সরকারি আইনি পরিষেবার ধারণা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮০ সালে ভারত সরকার এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সারা ভারতে সকলের কাছে আইনি পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি তদারকির জন্য CILAS কমিটি গঠন করে।

১৯৮৭ সালে ভারত সরকারের আইন মন্ত্রক জাতীয় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে সারাদেশে হত দরিদ্র মানুষের কাছে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি আইনি মর্যাদা লাভ করে। এটা ছিল ভারত সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৯৫ সালের ৯ ই নভেম্বর এই আইন সারা দেশে কার্যকর হয়। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে National Legal Services Authority পূর্ণাঙ্গভাবে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে। বিচারপতি এ. এস. আনন্দ ছিলেন জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান।

জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে 2022 সাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বছরেই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠানটির 25 বছর পূর্তি পালন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ভারতের প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক,অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ন্যায় সুনিশ্চিত করতে চায়। প্রতিটি নাগরিকের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার পুরো দায়িত্ব জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এই বছরেই মহা উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়েছে 75তম স্বাধীনতা দিবস। এই সন্ধিক্ষণে জাতীয় আইনে পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পঁচিশ বছর পূর্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। ভারতে 676 টি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এগুলির সাহায্যে দেশের দুর্বলতর মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকার আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয় ও মানুষ সহজেই ন্যায়বিচার পেয়ে থাকে। তাই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষগুলিকে উৎসাহিত করতে 2022 সালের 30 ও 31শে জুলাই প্রথম সর্বভারতীয় জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষগুলিকে নিয়ে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা

হয়। জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান উদয় উমেশ ললিত এই সম্মেলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 1200 প্রতিনিধি যোগ দেয়। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন.ভি.রমণ, এছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন হাইকোর্ট ও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বক্তা জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় উপস্থিত ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ২৫ বছরের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের মনে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ন্যায়বিচারের ধারণা শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়; প্রাচীন ভারতের মূল্যবোধগুলির সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, সেক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি সকলের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তিনি বলেন করোনাকালীন পরিস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বহু মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার এটা এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ভারত সরকারের ডাক বিভাগ জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

দুই দিনের এই সম্মেলনে কীভাবে সকলের কাছে ন্যায় বিচার পৌঁছে দেওয়া যায় তার পন্থা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকলের জন্য ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিচার ব্যবস্থায় গতি আনার উপর জোর দেওয়া হয়। এই বিষয়ে টেলি ল পদ্ধতি জনপ্রিয় করার ওপর এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা বলেন দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলার পাহাড় জমে রয়েছে। এগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ছোটোখাটো মামলা মীমাংসা করতে আলাপ আলোচনা ও লোক আদালতের সাহায্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে সমাধান করা যেতে পারে। তাই লোক আদালতকে আরও বেশি জনপ্রিয় করা দরকার। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 2047 সালের মধ্যে জাতীয় আইনি পরিষেবার সামনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা রয়েছে সেগুলি অতিক্রম করার প্রতিজ্ঞা করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী এই সম্মেলনে বলেন ভারত সরকার জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

সহজ ভাবে সর্বত্র সকলের কাছে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো পিরামিডের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। শীর্ষে রয়েছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি, রাজ্য স্তরে আছে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হাইকোর্টগুলিতে আছে হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি, জেলা স্তরে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন মহকুমা আদালতে মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলির কাজ, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন-১৯৮৭ তে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

বিনা পয়সায় রাষ্ট্রীয় আইনি সহায়তা পেতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন-১৯৮৭ এর ১২ নং ধারায়। মহিলা, শিশু, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ, কোনো শিল্প শ্রমিক, মানুষ নিয়ে অবৈধ কারবারের শিকার অথবা সংবিধানের ২৩ (১) নং ধারাতে বর্ণিত বেগার, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী, কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার, জাতিগত হিংস্রতা বা শিল্প ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের শিকার, কোনো রক্ষণমূলক আবাস, কারাগার হেফাজতে আছে এমন ব্যক্তি, যাদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার কম, সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার কম এমন ব্যক্তিগণ সরকারি আইনি সহায়তা বিনামূল্যে পেতে পারেন।

NALSA শুধুমাত্র উকিল প্রদানই করে না, পাশাপাশি মামলার নকল তোলা, Stamp fee, Case fee, Xerox ইত্যাদি মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বহন করে। কোনো নাগরিক যদি আদালতে গিয়ে আইনি পরিষেবা গ্রহণ করতে অক্ষম হন সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদান করে থাকে। একজন নাগরিক ভারতের যে প্রান্তেরই বাসিন্দা হোক না কেন যে কোনো জায়গা থেকে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে আইনি সহায়তা চাইতে পারেন। আইনি সহায়তা মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন মাধ্যম এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যালয়ের ফোন নাম্বার, ওয়েবসাইট, ইমেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির ব্যবহার করা হচ্ছে।

লোক আদালত ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় একটি প্রগতিশীল সংযোজন। বিচারপতি পি. এন. ভগবতী প্রথম লোক আদালতের প্রস্তাব করেন। লোক আদালতের সাহায্যে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলি অতিক্রম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮২ সালে প্রথম লোক আদালত সংগঠিত করা হয়েছিল গুজরাটে। পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে লোক আদালত প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও একটি মামলা নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘদিন কেটে যায়। এর ফলে হত দরিদ্র মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় ও আদালতগুলিতে মামলার পাহাড় জমে যায়। ২০২২ সালের The Hindu পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন আদালতে ৪ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি মামলা জমে রয়েছে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য সারা ভারতে সরকারি অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা মাত্র ২৫৬২৮ জন। এই প্রতিবেদনটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই বিশাল সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি করা ২৫৬২৮ জন বিচারপতির পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

এই অবস্থায় সার্বজনীন ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য লোক আদালত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন- ১৯৮৭-র ১৯ নং ধারায় ভারতের সর্বত্র লোক আদালত গঠন করার দায়িত্ব জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাক্তন বিচারপতি, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে লোক আদালত গঠন করা যেতে পারে। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা আইন ও আইনজীবী ছাড়া স্বল্প খরচে মানুষ দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে পারে। এর ফলে আদালতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা হ্রাস পায়। লোক আদালতে সিভিল কোর্টের মর্যাদা যুক্ত, কোনো ফৌজদারি মামলার বিচার এখানে করা হয় না। লোক আদালতের মাধ্যমে বহু মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে আদালতগুলির চাপ যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হয়েছে। লোক আদালতের

মাধ্যমে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। যেমন- ব্যাঙ্ক, পথ দুর্ঘটনা, বীমা, দাম্পত্য জীবনের সমস্যার মতো ছোটো মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, লোক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।

ভারতীয় সংসদ প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক চলার পথ ২৫ বছর অতিক্রম করার পরও কতকগুলি দুর্বলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের এই সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও নীতি সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হয়নি। India Justice Report-২০১৯ দেখাচ্ছে সরকারি আইন পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য নাগরিক রয়েছেন ১ বিলিয়ন। এর মধ্যে আইনি সহায়তা পেয়েছে ১৫ মিলিয়ন মানুষ। নিঃসন্দেহে এই চিত্রটি হতাশামূলক। একটা বড় অংশের নাগরিক সংবিধান সম্মত অধিকার, আইন ও জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন নয়। এটি জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একটি বড় ত্রুটি। জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাজে গতি আনার জন্য 'টেলি-ল' পরিষেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশাপাশি অনলাইন পদ্ধতিতে বিচারকার্য সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ভারতের একটা বড়ো অংশের মানুষ তথ্য প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনগ্রসর। এই অবস্থায় জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আবার তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো সর্বোত্র সমান নয়। তাই অনলাইন ভিত্তিক বিচারকার্য সম্পাদন করতে গেলে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রিক বৈষম্য দূর করা দরকার।

জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আইনি সহায়তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটা বড়ো অংশের মানুষ হীনমন্যতায় ভোগেন। তাঁরা মনে করেন টাকা দিয়ে উকিল ক্রয় করে প্রতিপক্ষ সহজেই মামলায় জয়লাভ করবে। সরকারি আইনজীবী যেহেতু তার মক্কেলের কাছ থেকে কোনোরূপ টাকা গ্রহণ করতে পারে না, তাই মামলা লড়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী অনীহা দেখাতে পারে। এই কারণে অনেকেই সরকারি আইনি সহায়তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত মানুষের কাছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সরকারি আইনজীবী তাঁর মক্কেলের কাছে টাকা গ্রহণ না করলেও জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন এবং মামলা লড়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম অনীহা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর রয়েছে কি না তার উপর কঠোর নজর রাখেন কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। NALSA তার এই সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে চলেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নাগরিকের অধিকার, ন্যায়বিচার ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন, বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করার কাজ করে চলেছে। এই সৎ কর্মযজ্ঞে সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter প্রভৃতি সমাজ মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

Reference:

1. Press Note on Poverty Estimates, 2011-12, Government of India Planning Commission, July 2013.
2. Basu, D.D, Introduction to The Constitution of India, 24th Ed. LexisNexis, New Delhi, p. 86-167.
3. Ibid p. 168-181.
4. https://doj.gov.in/access-to-justice-for-the-marginalized/#:~:text=1987%2C%20the%20Legal%20Services%20Authorities,he%20basis%20of%20equal%20opportunity.
5. https://nalsa.gov.in/about-us.
6. https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987.
7. https://drive.google.com/file/d/1WJ21cJ-zxkxLLq_-5pFRs3qROh16x7Tv/preview.
8. https://knowindia.india.gov.in/independence-day-celebration/president-speech.php.
9. https://www.thehindu.com/news/national/indian-judiciary-pendency-data-courts-statistics-explain-judges-ramana-chief-justiceundertrials/article65378182.ece.
10. https://www.tatatrusts.org/upload/pdf/overall-report-single.pdf.
11. https://www.youtube.com/watch?v=Z4iC4qfwfQg.
12. Nadia District National Legal Services Authority Awareness Programme on 27 October 16, 2022 at Krishnanagar, Nadia, West Bengal.